জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৪

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ **বিশেষ ক্রোড়পত্র** ৩১ ভাদ্র ১৪২১

প্রকাশনায় : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

৩১ ভাদ্র ১৪২১
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'জাতীয় আয়কর দিবস-২০১৪' পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত করদাতাসহ কর প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতীয় অর্থনীতিতে রাজস্ব আহরণের অন্যতম উৎস কর। সরকারের ব্যয় নির্বাহসহ সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কর কাঠামো প্রাচীন হলেও তা জনবান্ধব ছিল না। ফলে করদাতারা নানা হয়রানির মুখোমুখিসহ কর প্রদানে অনুৎসাহিত হতেন। বর্তমান সরকার কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, গতিশীল, যুগোপযোগী এবং করদাতাবান্ধব করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কর প্রদানের সুবিধার্থে আয়কর রিটার্ন ফরম সহজীকরণ, ই-পেমেন্ট, অনলাইন রিটার্ন দাখিল, কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু, পেপারলেস শুল্ক ব্যবস্থাপনা চালুকরণ, সেরা করদাতা ও সেরা মূসকদাতাদের সম্মাননা প্রদান, আয়কর মেলা ও আয়কর দিবস পালনসহ কর ও মূসক-বান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'জাতীয় আয়কর দিবস' পালনের যে রেওয়াজ চালু করেছে তা ইতোমধ্যেই একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি দেশে প্রায় ১৮ লক্ষ নিবন্ধিত আয়করদাতা থাকলেও নিয়মিত করদাতা ১২ লক্ষের মতো। আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আয়কর প্রদানযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের কর্তব্য পালন করবেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে করের আওতা এখনো সীমিত। করের আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর প্রশাসনের গতিশীলতা ও করদাতাগণের সার্বিক সহযোগিতা রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৪-এর সার্বিক কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিবারের ন্যায় এবারও আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর যথাযথ গুরুত্বের সাথে জাতীয় আয়কর দিবস পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ দেশের সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি ৩৬৫ জন করদাতাকে সম্মাননা প্রদান এবং ৪০ জন করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই দিবস পালন ও এই সুযোগে মেলা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর আদায়কে করদাতাবান্ধব করা, কর আদায়ে জটিলতা বা হয়রানি বিদূরিত করা এবং জনগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত করা। আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং সম্মাননা ও ট্যাক্সকার্ড প্রাপ্ত করদাতাগণকে অভিনন্দন জানাই।

রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশের কর অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার যোগ্য পরিচালনার দ্বারা অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে কর অবকাঠামোকে আরো সুদৃঢ় এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা সময়ের দাবি। রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণে এগিয়ে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে আমরা রাজস্ব আদায় ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছি। এদেশের রাজস্ব আদায় ছিল দুনিয়ার মধ্যে নিম্নতম স্তরে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাজস্ব বোর্ডের এ নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে জাতিকে আরো সামনে এগিয়ে যেতে সাহস জোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসব পদক্ষেপ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আগামীর জন্য আমাদের লক্ষ্য হলো যে, আমাদের কর আদায় হবে মূলত দুই খাতে আয় ও করপোরেট কর এবং মূল্য সংযোজন কর। এছাড়া নানা ধরনের সেবা প্রদানের জন্য যথাযথ ফি আদায় করে বাকি খরচ মেটানো হবে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজস্ব বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে আরো দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই। একই সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত করদাতাগণসহ সকল সম্মানিত করদাতাগণ এবং করসীমার আওতায় এখনো আসেননি এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার উদাও আহ্বান- আসুন রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে দিয়ে দেশ গড়ায় প্রত্যক্ষ অংশ নেই এবং একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবাই সক্রিয় অংশগ্রহণ করি।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৪ সার্থক হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবুল মাল আবদুল মুহিত

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ দেশব্যাপী 'জাতীয় আয়কর দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে। এ বছর জাতীয় আয়কর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'কর সেবায় করবিভাগের আশ্বাস, নিশ্চিত হোক করদাতাদের আস্থা ও বিশ্বাস'। আসন্ন জাতীয় আয়কর দিবসে সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদি ৩৬৫ জন করদাতাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে আয়োজন করা হচ্ছে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান। দিবসটি উদযাপনের প্রাক্কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি সম্মানিত করদাতাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ কর, বিশেষত: আয়করই রাজস্ব আহরণের প্রধান খাত হিসেবে স্বীকৃত। আয়কর কেবল জাতীয় রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠারও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আয়কর খাতকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। করদাতাগণকে কার্যকর সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১৩ থেকে অনলাইনে টিআইএন প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। গত অর্থবছর থেকে অনলাইনে কর প্রদান ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। ই-ফাইলিং চালুর প্রক্রিয়াও দ্রুত এগিয়ে চলছে। করদাতাগণকে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, কুমিল্লায় কর সেবা ও তথ্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং বরিশাল ও রংপুরে কর সেবা ও তথ্য কেন্দ্র চালু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া গত কয়েক বছর যাবত পালিত হচ্ছে জাতীয় আয়কর দিবস এবং পাশাপাশি আয়োজন করা হয় আয়কর মেলার। এ সবের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশে কর সংস্কৃতি বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করছে।

সুখী, সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবনের জন্যে সঠিকভাবে আয়কর প্রদান করা সকলেরই সুনাগরিকসুলভ দায়িত্ব। সকলেই স্বপ্রণোদিত হয়ে সঠিকভাবে আয়কর প্রদান করবেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করে।

জাতীয় আয়কর দিবস - ২০১৪ অর্থবহ হোক এ কামনা করি।

(মোঃ গোলাম হোসেন)

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৪

করসেবায় করবিভাগের আশ্বাস, নিশ্চিত হোক করদাতাদের আস্থা ও বিশ্বাস

আধুনিক, সেবাধর্মী, পরিপালনমুখী প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা

করসেবার মাধ্যমে করদাতাদের আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছা পরিপালন (Voluntary Compliance) বাড়ানো এখন করবিভাগের প্রধান লক্ষ্য। করদাতা-বান্ধব পরিবেশে করদাতা মনে করেন কর প্রদান তার নৈতিক দায়িত্ব। ভীতিহীন পরিবেশে করদাতা কর প্রদানের আইনী বাধ্যবাধকতার বিষয়ে সচেতন হয়েই নিজে থেকেই কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ হন। এক্ষেত্রে কর বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে করদাতা-বান্ধব পরিবেশের উন্মেষ ঘটিয়ে করদাতাদের ভীতি ও অবিশ্বাস দূর করা। করনেট সম্প্রসারণ ও নতুন করদাতাদের করের আওতায় নিয়ে আসার কৌশল হিসেবে করসেবা বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করসেবাকে কর ব্যবস্থাপনার মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। কর বিভাগ সম্পর্কে করদাতাদের প্রচলিত ভীতি ও অবিশ্বাস দূর করে পারস্পরিক আস্থা ও অংশীদারিত্বের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করসেবা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করসেবা কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে **"করসেবায় করবিভাগের আশ্বাস, নিশ্চিত হোক করদাতাদের আস্থা ও বিশ্বাস"** প্রতিপাদ্য নিয়ে এবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজন করছে "জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৪"।

বাংলাদেশে আয়করের ইতিকথা

বিশ্বে কর ব্যবস্থার প্রচলন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হলেও আয়করের জন্ম মাত্র দু'শ বছর আগে। নেপোলিয়নের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে রাজস্ব সংগ্রহের সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তরুণ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ১৭৯৮ সালে ব্রিটেনে প্রথমবারের মতো আয়করের প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কয়েক দশক অনিয়মিত থাকার পর ১৮৪২ সালে প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীলের শাসনামল থেকে আয়কর ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে প্রচলিত হয়। ব্রিটিশ ভারতে আয়কর আসে আরো পরে, ১৮৬০ সালে - সিপাহী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে। সিপাহী বিপ্লবের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮৫৭-৫৯ সালে একদিকে যেমন ব্রিটিশ ভারতের রাজস্ব আদায় মারাত্মক ব্যাহত হয়, অন্যদিকে বিপ্লব সামাল দিতে সামরিক ব্যয় বেড়ে যায় প্রায় দ্বিগুণ। ফলে রাজস্ব বাজেটে অর্থ জোগান দিতে ব্রিটিশ ভারতেও সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ১৮৬০ সালে প্রথমবারের মতো আয়করের বিধান প্রবর্তন করেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ফাইন্যান্স মেম্বার জেমস উইলসন।

'যুদ্ধকালীন কর' হিসেবে আয়করের আবির্ভাব ঘটলেও কালের বিবর্তনে আয়কর হয়ে উঠে সামাজিক কল্যাণ, বন্টন ও সাম্যের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। বাজার অর্থনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ হলো সম্পদ ও আয়ের অসম বন্টন। আয়কর progessive কর বিধায় এর মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামা ও ভর্তুকিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিত্তহীনদের মধ্যে বন্টন করা যায়, যা সমাজের সম্পদ ও আয় বৈষম্য হ্রাস করে। বন্টনের অসমতা দূর করে সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনে ভূমিকা রাখে বিধায় সারা বিশ্বে আয়কর এখন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অর্থ জোগানের প্রধান উৎস। এ কারণে উন্নত দেশগুলো মোট রাজস্বের সিংহভাগ আহরণ করে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে। ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ১৮৬০ সাল থেকে আয়করের আওতায় আসে। পরবর্তী ছয় দশকে আয়কর বিষয়ে কয়েক দফা আইন প্রণীত হওয়ার পর ১৯২২ সালে ব্রিটিশ ভারতে একটি পরিপূর্ণ আয়কর আইনের প্রবর্তন হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্রিটিশ ভারতের ১৯২২ সালের আয়কর আইনটি বহাল ছিল। পরবর্তীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ প্রবর্তনের মাধ্যমে ১৯২২ সালের আয়কর আইনটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

প্রত্যক্ষ করের পথ পরিক্রমা

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২-৭৩ সালে প্রত্যক্ষ কর নামের যে খাতটি মোট কর রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগেরও নিচে রাজস্ব জোগান দিতো কালক্রমে তা আজ পরিণত হয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান রাজস্ব আহরণকারী খাতে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মূসক, কাস্টমস ও সম্পূরক শুল্ককে ছাড়িয়ে প্রত্যক্ষ কর দেশের শীর্ষ রাজস্ব আহরণকারী খাত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আয়কর আদায়ের মাইলফলক

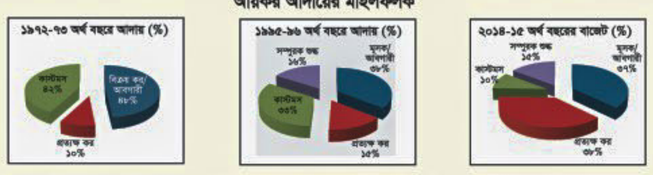

রাজস্ব আহরণের পাশাপশি সমবন্টন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করণে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রত্যক্ষ করে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন একটি প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক, সেবাধর্মী, পরিপালনমুখী কর ব্যবস্থা পরিচালনা করে স্বেচ্ছা পরিপালনের (Voluntary Compliance) মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

অটোমেশন, e-TAX, ডিজিটাল কর সেবা ও ব্যবস্থাপনা

করসেবা ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হচ্ছে অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা। অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় করদাতা ঘরে বা কর্মক্ষেত্রে বসেই কর বিভাগের সাথে যোগাযোগ, কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, করদায় পরিশোধ ও অন্যান্য কর পরিপালন সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের মাধ্যমে কর প্রশাসনে একটি পরিপূর্ণ e-TAX ব্যবস্থা চালুর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে e-TIN ও e-Payment এর প্রবর্তন করা হয়েছে। দু'টি কর অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে e-Filing চালু করা হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ e-Filing ও e-TDS প্রবর্তনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিজিটাল করসেবার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গৃহীত কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

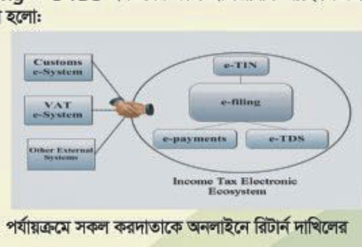

e-TIN: আয়কর নিবন্ধন সহজ, নির্ভুল এবং ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১৩ থেকে অনলাইনে আয়কর নিবন্ধন (e-TIN) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-টিআইএন পদ্ধতি প্রচলনের ফলে করদাতাগণ ঘরে বসে অনলাইনে মাত্র কয়েক মিনিটে আয়কর নিবন্ধন করে কম্পিউটার জেনারেটেড টিআইএন সনদ-এর প্রিন্ট নিতে পারছেন।

e-Payment: কর পরিশোধ আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, যেখানে করদাতাগণ Q-Cash নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সহজেই অনলাইনে কর পরিশোধ করতে পারেন।

e-Filing: বর্তমানে দু'টি কর অঞ্চলে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সুবিধা বিদ্যমান আছে। পর্যায়ক্রমে সকল করদাতাকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের আওতায় আনার জন্য এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

e-TDS: উৎসে কর কর্তন/আদায়, সরকারী কোষাগারে জমা ও তদারকি আরো সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে IFC এর সহযোগিতায় e-TDS কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

ওয়েব-সাপোর্ট ও অন্যান্য সুবিধা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে ট্যাক্স ক্যালকুলেটর ও কর অধিক্ষেত্রের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া আয়কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরম, এসআরও, পরিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে, যা করদাতাগণ প্রয়োজনে ডাউনলোড করতে পারেন।

ডেটা ফরেনসিক ল্যাব: কর ফাঁকি তদন্ত এবং কর গোয়েন্দা ও তদন্ত কাজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে একটি অত্যাধুনিক ডেটা ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ল্যাবটি পুরোদমে চালু হলে data mining, transaction tracking, evidencing, জালিয়াতি শনাক্তকরণসহ ডিজিটাল ডেটা ফরেনসিক কাজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জন করবে।

পরিপালন প্রণোদনা ও করসেবা

স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ: কর প্রদানে নাগরিকদের উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ১০ ব্যক্তি এবং ১০টি কোম্পানিকে প্রতি বছর ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জেলাভিত্তিক সর্বোচ্চ ও দীর্ঘ সময় আয়কর প্রদানকারীর মধ্য থেকে প্রতিবছর জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের মোট ৩৮০ ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণ কর প্রদানে উৎসাহিত হচ্ছেন।

আয়কর মেলা: ২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মতো ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করে। মেলায় করদাতাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে ২০১১ সালে সকল বিভাগীয় শহরে, ২০১২ সালে সকল বিভাগীয় শহর ও ১০টি বৃহৎ জেলা শহরে এবং ২০১৩ সালে সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় ওয়ানস্টপ সার্ভিসে করদাতাগণ টিআইএন নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ, কর পরামর্শ গ্রহণ, কর পরিশোধ এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ পান। বিগত চার বছরে আয়কর মেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

আয়কর মেলা	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন TIN/ e-TIN/ ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহণকারী (সংখ্যা)
আয়কর মেলা-২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা-২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা-২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩৪৬,৮৬৭
আয়কর মেলা-২০১৩	৬৪	৮৬,৬৯৩	১৩২,০১৭	১,১১৭	৫১০,১৪৫

বাংলাদেশে কর সংস্কৃতির বিকাশে আয়কর মেলা যুগান্তকারী ইতিহাসের সূচনা করেছে। এ বছর আরো বৃহৎ পরিসরে কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন : বছরব্যাপী নিয়মিত কর সেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও কুমিল্লা- এ পাঁচটি শহরে কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে টিআইএন সংগ্রহ, আয়কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ, আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে সারাদেশে সেবাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মপদ্ধতি সংস্কার (Business Process Reeingineering)

স্বেচ্ছা পরিপালনভিত্তিক কর ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সকল স্বনির্ধারণী পদ্ধতিকে আরো সহজ করে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ কর বছর থেকে বেতনভোগী ও কম আয়ের করদাতাগণের জন্য ৮ পৃষ্ঠার আয়কর রিটার্নের পরিবর্তে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আয়কর রিটার্ন প্রবর্তন করা হয়েছে। কর পরিপালন সহজীকরণের পাশাপশি কর ফাঁকি রোধকল্পে উন্নত বিশ্বের মডেলে কর অডিট ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ডেস্ক অডিট ও ফিল্ড অডিট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া কর ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য internal audit ব্যবস্থা প্রবর্তনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অডিট ম্যানুয়েল প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

কর প্রশাসনের সংস্কার

কর বিভাগের সম্প্রসারণ: কর ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকর ও করসেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর বিভাগের জনবল ও কাঠামোর সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

কর তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ: কর তথ্য সংগ্রহের জন্য সমন্বিত ও পৃথক জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন করদাতা সনাক্ত এবং তাদের করনেটভুক্ত করা হচ্ছে। জরিপের পাশাপাশি স্পট এসেসমেন্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করদাতাকে করনেটের আওতায় আনা হচ্ছে।

ট্রান্সফার প্রাইসিং ব্যবস্থার প্রবর্তন: অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কর আইনে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধান সংযোজন করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী/২০১৪ এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল গঠন করা হয়েছে। ট্রান্সফার প্রাইসিং এর কার্যক্রম পুরোদমে চালু হলে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট কর ফাঁকি এবং মূলধন ও মুনাফা পাচার বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

আয়কর বিভাগের উপর্যুক্ত সংস্কার কার্যক্রমের সুফল অসামান্য ও সুদূরপ্রসারী। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত আয়কর বিভাগ টানা ৬ বার লক্ষ্যমাত্রার অধিক রাজস্ব আদায় করেছে, যা বাংলাদেশের রাজস্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন। আয়কর বিভাগের দশকওয়ারি প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সত্তর দশকের প্রথমার্ধে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি ছাড়া আর কোন দশকেই ২০০৮-২০০৯ পরবর্তী সময়ের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি। ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৩-২০১৪ সময়ে গড়ে ২৩.৬% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা আলোচ্য সময়ে এশিয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

সিঙ্গাপুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Vriens & Partners কর্তৃক ২০১১ সালে পরিচালিত জরিপে কর ব্যবস্থাপনার মানদণ্ডে বাংলাদেশ এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে দ্বাদশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। আয়কর অনুবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দেশের সকল নাগরিকের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে এ অসামান্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

আয়করের মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ও ভর্তুকিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিত্তহীনদের মধ্যে বন্টন করা যায়, যা সমাজের সম্পদ ও আয় বৈষম্য হ্রাস করে। আয়কর এভাবে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীলতা সমুন্নত রাখা এবং ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশে আয়করের প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকা আবশ্যক। সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে একটি দক্ষ, পেশাদার, আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সেবাধর্মী প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন হিসেবে বাংলাদেশের আয়কর বিভাগ এশিয়ার মডেল আয়কর বিভাগের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে।

কর সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর পরিপালনে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবারও ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে 'জাতীয় আয়কর দিবস' পালিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদে কর প্রদানকারীগণকে সম্মাননা প্রদান, শোভাযাত্রা, সভা, আলোচনা অনুষ্ঠান, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হবে। জাতীয় আয়কর দিবসে আয়কর অনুবিভাগ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছ